কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আ’লীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ইন্তাজ আলী শেখ নামে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতাকে বাড়ির সামনে থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ওই আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে। রবিবার রাত ১০ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখের (৪৮) মৃত্যু হয়।

নিহত ইন্তাজ আলী শেখ ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামের মৃত মোন্তাজ আলী শেখের ছেলে। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাহাবুল আলম লালুর অনুসারী ছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। এছাড়াও তিনি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (২২ অক্টোবর) রাত ১০ টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ তার ছেলে শাকিলকে (২৫) সাথে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজ শেষে ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। এক পর্যায়ে বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত ইন্তাজ ও তার ছেলে শাকিলকে ধরে হাতুড়ি, রড, লাঠিসোঁটা দিয়ে মারপিট করতে করতে রাস্তায় নিয়ে আসে এবং সেখানেও তাদেরকে বেধড়ক মারপিট করে। এক সময় তারা নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে মৃত ভেবে দুর্বৃত্তরা তাদের সেখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

আশঙ্কাকাজনক অবস্থায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পরবর্তীতে অবস্থার অবণতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত ১০টার দিকে ইন্তাজ আলী শেখের মৃত্যু হয়।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ইন্তাজ আলী শেখ নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শনিবার আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ ও তার ছেলেকে মারপিটের ঘটনায়

দামুড়হুদায় জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মঞ্জুর শুভেচ্ছা বিনিময়

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু দামুড়হুদায় দলীয় সমর্থকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

শনিবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা শহরের শহিদুল মার্কেটে আওয়ামী যুবলীগের নেতা কর্মী ও পথচারীদের সাথে সাক্ষাৎ ও শুভেচছা বিনিময় করেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি দামুড়হুদা সদরের বিভিন্ন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্র লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী বৃন্দ।

জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কাজ করবো-নবনির্বাচিত জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

মেহেরপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম বলেন, জেলার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সকল জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে কাজ করবো।

শুক্রবার রাতে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন আব্দুস সালামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার সময় এসব কথা বলেন

তিনি।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মশিউর রহমান ও গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইন চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নবনির্বাচিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আরো বলেন, আপনারা আমাকে এই সম্মানিত পদে বসিয়েছেন। আমি জনগনের সেবা করতে চাই। জেলার সকল ধরনের উন্নয়নে আপনারা আমার শরীক হিসেবেই থাকবেন।

মেহেরপুরে ছাত্রনেতা ইব্রাহিমের নেতৃত্বে শেখ রাসেল ও আওয়ামী লীগ নেতা ইমনের জন্মদিন পালন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমনের ৪৭ তম জন্মদিন এবং শহীদ শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছাত্র নেতা ইব্রাহীমের নেতৃত্বে তার নিজ কার্যালয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ কর্মী আলিপ, সাকিব, আকাশ, আসিব, রাব্বি, রিজন প্রমুখ।

[redacted]: [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], ‘[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]’

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

‘শিশুরা হচ্ছে ফুলের বাগানের মতো। শিশুদের মন থাকে কোমল। সেই কোমলমতি হৃদয়ে তাকে ধারণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে- এটিই আমাদের প্রত্যাশা।’

এ সময় কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাব জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদ প্রশাসক হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী ফারুকউজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন রাজু ও মাযহারুল আলম সুমন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নানা আয়োজনে শেখ রাসেল দিবস পালিত

বর্ণাঢ্য র্র্যালি, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা পুরুস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাহফিলের মধ্য দিয়ে গাংনীতে শেখ রাসেল দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকাল ৯ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদেএসে শেষ হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দী, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক শফি কামাল পলাশ প্রমুখ।

আলোচনা সভায় শেখ রাসেল এর জীবনী নিয়ে একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীতা ও পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।

শিশু-কিশোর, তরুণের পরম আদরের নাম শেখ রাসেল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন আজ। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডির ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বঙ্গবন্ধু ভবনে জন্মগ্রহণ করেন এই ক্ষণজন্মা শিশু শেখ রাসেল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট মানবতার শত্রু ঘৃণ্য ঘাতকদের নির্মম বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পাননি বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র শেখ রাসেল। সেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে নিস্পাপ শিশু ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেনির ছাত্র শেখ রাসেলকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে নরপিশাচরা।
ওই খুনিরা তাকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।
শহীদ শেখ রাসেল আজ বাংলাদেশের শিশু-কিশোর, তরুণ, শুভ বুদ্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষদের কাছে পরম আদরের নাম। অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, অধিকার বঞ্চিত শিশুদের আলোকিত জীবন গড়ার প্রতীক হয়ে গ্রাম-গঞ্জ-শহর তথা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদ-লোকালয়ে শেখ রাসেল আজ এক মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। মানবিক চেতনা সম্পন্ন সব মানুষ শেখ রাসেলের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শোককে হৃদয়ে ধারণ করে বাংলার প্রতিটি শিশু-কিশোর তরুণের মুখে হাসি ফোটাতে আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু ও তার শিশুপুত্র শেখ রাসেলের দণ্ডপ্রাপ্ত খুনিরা এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছে। সেসব দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করা আজ সময়ের দাবি। মঙ্গলবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ৯টায় শহীদ ‘শেখ রাসেল দিবস’ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ও গাংনী উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনসমূহের সব স্তরের নেতাকর্মী, বিভিন্ন স্কুল কলেজ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করছেন। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহীদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন স্কুল কলেজে কেক কেটে জন্মদিন পালন ও দোওয়ার আয়োজন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মঞ্জু বিজয়ী

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মাহফুজুর রহমান মঞ্জু ৬৩ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সোমবার সকাল জেলার ৪ টি ভোট কেন্দ্রে এ ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী মাহাফুজুর রহমান মুঞ্জ মোটরসাইকেল মার্কায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৫৬, জীবননগর উপজেলায় ৮৬, দামুড়হুদা উপজেলায় ৯০ ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৯০ ভোটসহ মোট ৩১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিন্বন্দী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফিন আলম রঞ্জু ঘোটা প্রতিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় পেয়েছেন ৬১ ভোট। এ ছাড়া জীবননগর উপজেলায় পেয়েছেন ৩০, দামুড়হুদা উপজেলায় ২৮ ভোট ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১৩০ সহ সর্বমোট ২৪৯ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে (জীবননগর উপজেলা) সদস্য পদে ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মোসাবুল ইসলাম লিটন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কবির আহম্মদ পেয়েছেন ৪০। এ ছাড়া সদস্য পদে মিতা খাতুন পেয়েছেন ১৪ ভোট।

সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ইভিএম-এ এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জীবননগর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. মেজর আহাম্মেদ বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সদস্য পদে ৬৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মোসাবুল ইসলাম লিটন।

এদিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে (দামুড়হুদা উপজেলা) সদস্য পদে ৫৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন সিরাজুল ইসলাম। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শফিউল কবির পেয়েছেন ৩৮ ভোট। এ ছাড়া সদস্য পদে লস্কর আলী পেয়েছেন ২৩ ভোট।

এদিকে সংরক্ষিত সদস্য পদে ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন কহিনুর বেগম। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিরিনা পারভিন পেয়েছেন ৮৬ ভোট।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী বিজয়ী

গত ১১ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে জেলা পরিষদে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এম হারুনর রশীদ।

বেসরকারী ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ৪৭৮ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগ মনোনিত সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস পেয়েছেন ৪৬৩ ভোট। জেলা পরিষদে মোট ৯৫৪ ভোটের

মধ্যে ৯৪১ ভোট পোল হয়েছে।

সোমবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে কঠোর নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উৎসবমূখর পরিবেশে বিকাল ২টা পযর্ন্ত জেলার ৬টি উপজেলায় ৬টি ভোট কেন্দ্রের মাধ্যমে এভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কেন্দ্রে ভোট গ্রহন বিলম্বিত হওয়ায় ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম এবং পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ছাত্রলীগ নেতা আল ইমরানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল- ইমরানের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগ।

রবিবার সকালে সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজে থেকে বিক্ষোভ মিছিল টি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পরে কোটচাঁদপুর বাজারের পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। এরপর কেএমএইচ কলেজের সাবেক ছাত্র লীগের সভাপতি ওবাইদুল হকের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সঞ্চালনায় ছিলেন পৌর ছাত্র লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার হালদার।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক রাব্বি হাসান, পৌর ছাত্রলীগ নেতা রুবায়েত ইসলাম রাহুল, কলেজ ছাত্রলীগ নেতা শাফিন আহমেদ, মানিক, নয়ন,ইমদাদুল হক,জীম, ইশান প্রমুখ।